অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় ১৩

সংজ্ঞা ঃ যেসব অব্যয়শ্রেণীর শব্দ অন্য কোন শব্দের পরে বসে বিভক্তির মত কাজ করে তাকে অনুসর্গ বা কর্ম-প্রবচনীয় বলে। যেমন ঃ হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা ইত্যাদি।

অনুসর্গগুলো বাক্যের অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে। এগুলো কখনও স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও শব্দবিভক্তির মত বাক্যে স্থান গ্রহণ করে। অনুসর্গগুলো কখনও প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার 'কে' ও 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে।

বাংলা ভাষায় অনেক অনুসর্গ রয়েছে। কিছু অনুসর্গের নমুনা ঃ

অধিক, অবধি, অপেক্ষা, ওপর, ওপরে, কর্তৃক, কারণে, কাছে, চেয়ে, ছাড়া, জন্য, তরে, থেকে, দ্বারা, দিয়ে, নিকট, নিচে, নামে, নইলে, প্রতি, পরে, পর্যন্ত, পানে, পক্ষে, পাছে, পিছে, পাশে, বিনা, বিনি, বিহনে, বিনে, বই, ব্যতীত, বশত, বলে, বিহীন, ভিন্ন, ভিতর, ভিতরে, মত, মতন, মধ্যে, মাঝে, মাঝারে, সহ, সহিত, সহকারে, সাথে, সঙ্গে, সনে, হেতু, হতে ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার সাধু রীতিতে কিছু অনুসর্গ রয়েছে। যেমন ঃ বলিয়া, থাকিয়া, চাহিতে, হইতে, দিয়া, করিয়া, লাগিয়া, নহিলে ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যক বিভক্তি না থাকায় এসব অনুসর্গ দিয়ে বিভক্তির কাজ চালানো হয়। বিশেষ কতগুলো অব্যয় বাংলা ভাষায় বিভক্তির কাজ চালায়। বিভক্তির নিজের কোন অর্থ নেই। সেগুলো চিহ্নমাত্র। বিভক্তিগুলো শব্দের সাথে এক হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ সম্বন্ধে বা অর্থ প্রকাশে বিশেষ বিশেষ বিভক্তির পরিবর্তে যেসব অব্যয় অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেসব বসে পদের পরে এবং বিভক্তির মত একাকার হয়ে যায় না, বরং নিজের স্থানে পৃথকভাবে বিরাজ করে। বিভক্তি ও অনুসর্গের কাজ একরকম হলেও এদের পরিচয় পৃথক—বিভক্তি শব্দের সঙ্গে মিশে যায়, কিন্তু অনুসর্গ তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে।

অনুসর্গগুলো বিভক্তির পরিবর্তে বসে। কিন্তু বিভক্তির কাজ চালায়। বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে এসব অব্যয় জাতীয় শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সাধারণ ব্যাপার। কারকের বেলায়ও অনুসর্গের ব্যবহার হয়, আবার কারক ছাড়া অন্য সম্বন্ধেও তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনুসর্গের পূর্ব পদে কোথায়ও বিভক্তি থাকে, কোথায়ও থাকে না। অনুসর্গের ব্যবহার কোন কোন সময় সাধু ও চলতি ভাষারীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুসর্গের প্রয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন,"পালকিতে করে যাওয়া চলে, পালকি দিয়ে চলে না। খাবার বেলায় বল—'হাতে করে খাও', দেবার বেলায় বলি—'হাত দিয়ে নাও।' একটাতে হাত হচ্ছে উপায়, আর একটাতে হাত হচ্ছে আধার। 'পালকিতে' করে মানুষ যায়, কিন্তু যায় 'পথ দিয়ে।' এখানে পালকি উপায়, পথ আধার। কিন্তু অর্থ হিসেবে বিকল্পে 'হাত' উপায়ও হতে পারে, আধারও হতে পারে। তাই 'হাত দিয়ে খাও' বলাও চলে, 'হাতে করে খাও' বলতেও দোষ নেই। বলে থাকি 'বড় রাস্তা দিয়ে যাবে, গাড়িতে করে যেয়ো।' কোন সাহেব যদি বলে 'রাস্তায় করে যাওয়ার সময় গাড়ি দিয়ে যেয়ো' বুঝব সে বাঙালি নয়। 'লোক দিয়ে পাঠাব চিঠি' লোকটা উপায়। 'ব্যাগে করে সে চিঠি নেবে' ব্যাগটা আধার। 'পশুর থেকে মানুষের উৎপত্তি' এ কথা বলা চলে। কিন্তু 'মানুষ থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে' বলিনে, বলি—'মানুষের গা

থেকে কিংবা কাপড় থেকে।' 'বিপিন থেকে টাকা পেয়েছি' বলা চলে না, বলতে হয় 'বিপিনের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি।' এর কারণ, অচেতন পদার্থের নামের সাথেই 'থেকে' শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাই 'মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে', 'পাখি থেকে গান ওঠে না', 'পাখির কণ্ঠ থেকে গান ওঠে।' অনুসর্গ কিভাবে বিভক্তির কাজ চালায় তা একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যেতে পারে। 'দড়িতে বাঁধ' আর 'দড়ি দিয়ে বাঁধ' বাক্য দুটির প্রথমটিতে 'দড়িতে' পদটির যে অর্থ, দ্বিতীয় বাক্যে 'দড়ি দিয়ে' যুগল পদেরও সেই একই অর্থ (দড়িতে = দড়ি দিয়ে)। 'বাঁধ' ক্রিয়াপদের সাথে উভয়েরই একই প্রকার সম্বন্ধ। 'দড়িতে' পদের 'তে' বিভক্তিতে যে অর্থ বা সম্বন্ধ বোঝায়, 'দড়ি দিয়ে' যুগল পদের 'দিয়ে' অব্যয়টিতেও সেই একই অর্থ বা সম্বন্ধ বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ 'দড়িতে' পদের 'তে' বিভক্তির যে কাজ, 'দড়ি দিয়ে' যুগল পদের 'দিয়ে' অব্যয়টিরও সেই কাজ। এখানে 'তে' বিভক্তির পরিবর্তে একই অর্থ বা সম্বন্ধে 'দিয়ে' অব্যয়ের ব্যবহার হয়েছে। এভাবে বিভক্তির কাজ চালায় বলে এ ধরনের অব্যয়গুলো অনুসর্গ বা পরসর্গ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।"

উপসর্গ যেমন ধাতুর পূর্বে বসে অর্থবৈচিত্র্য আনে, তেমনি অনুসর্গ নামপদের (অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামের) অনুতে বা পরে বসে বাক্যের অর্থকে স্পষ্ট করে। কারক নির্ণয়ের বেলায় এই অনুসর্গগুলো বিভক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। অনুসর্গগুলো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ থেকে বিযুক্ত হলেও অর্থযুক্ত থাকে। বিভিন্ন কারকে এই অনুসর্গগুলো স্থান পায়। যেমন ঃ

১। করণকারকে	ঃ	দ্বারা, দিয়ে, দিয়া, করে, করিয়া, কর্তৃক, সাহায্যে ইত্যাদি।
২। সম্প্রদান কারকে	ঃ	জন্য, নিমিত্ত, হেতু, অর্থে, তরে, লাগিয়া, উদ্দেশ্যে ইত্যাদি।
৩। অপাদান কারকে	ঃ	হতে, থেকে, হইতে, চেয়ে, অপেক্ষা, নিকট হইতে, কাছ থেকে ইত্যাদি।
৪। অধিকরণ কারকে	ঃ	কাছে, নিকটে, মধ্যে, মাঝে, পাশে, ভিতরে, উপরে, পানে, দিকে ইত্যাদি।

বাক্যে অনুসর্গের প্রয়োগ

১।	অধিক	ঃ	এর চেয়ে **অধিক** কাল তোমার মাথার চুল। পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে **অধিক** বলার প্রয়োজন নেই।
২।	অবধি	ঃ	জনম **অবধি** হাম রূপ নেহারিনু। শেষ **অবধি** সে পথে এসেছে।
৩।	অপেক্ষা	ঃ	ধন **অপেক্ষা** জ্ঞান বড়। মণি **অপেক্ষা** মানিক পড়ায় ভাল।
৪।	ওপরে	ঃ	সবার **ওপরে** মানুষ সত্য। মাথার **ওপরে** বাড়ি পড়ো পড়ো।
৫।	কর্তৃক	ঃ	আমা **কর্তৃক** এ কাজ সম্ভব।
৬।	কারণে	ঃ	পরের **কারণে** স্বার্থ দাও বলি। পড়ার **কারণেই** সুফল আসে।
৭।	কাছে	ঃ	তব **কাছে** এই মোর শেষ নিবেদন। তোমার **কাছে** আমি যাব।
৮।	চেয়ে	ঃ	ইহার **চেয়ে** হতেম যদি আরব বেদুইন। সময়ের **চেয়ে** জীবনের দাম বেশি।
৯।	ছাড়া	ঃ	গ্রাম **ছাড়া** ঐ রাঙামাটির পথ। লেখাপড়া **ছাড়া** আর কোন উপায় নেই।

১০।	তরে	ঃ	সকলের **তরে** সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের **তরে**। শুধু বৈকুণ্ঠের **তরে** বৈষ্ণবের গান।
১১।	থেকে	ঃ	মন **থেকে** ঝেড়ে ফেল। বই **থেকে** মন কোথায় যায়?
১২।	দিয়ে	ঃ	মন **দিয়ে** কর সবে বিদ্যা উপার্জন। কি **দিয়ে** সবাইকে খুশি করা যায়।
১৩।	নামে	ঃ	টাকার **নামে** সে পাগল।
১৪।	প্রতি	ঃ	নাহি দয়া তব **প্রতি**। জন **প্রতি** আয় কত?
১৫।	পরে	ঃ	এর **পরে** আর কিছু বলার নেই। তার আর **পর** নেই।
১৬।	পানে	ঃ	তোমাদের **পানে** চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না।
১৭।	পাছে	ঃ	**পাছে** লোকে কিছু বলে।
১৮।	পাশে	ঃ	জ্ঞানের **পাশে** ধন স্থান পায় না।
১৯।	বিনা	ঃ	দুঃখ **বিনা** সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
২০।	বিনি	ঃ	**বিনি** সূতায় গাঁথা মালা।
২১।	বিহনে	ঃ	উদ্যম **বিহনে** কার পুরে মনোরথ।
২২।	বই	ঃ	সত্য **বই** মিথ্যা বলব না।
২৩।	বশত	ঃ	ভুল **বশত** বই আনা হয়নি।
২৪।	বলে	ঃ	অর্থ নেই **বলে** এমন কাজ করতে হবে?
২৫।	ভিতর	ঃ	খাঁচার **ভিতর** অচিন পাখি।
২৬।	মত	ঃ	বুদ্ধিমানের **মত** কাজ কর।
২৭।	মতন	ঃ	তোমার **মতন** কাউকে দেখিনি।
২৮।	মাঝে	ঃ	মনের **মাঝে** তার ঠাঁই নেই।
২৯।	সহ	ঃ	বই **সহ** সে এসেছে।
৩০।	সাথে	ঃ	তার **সাথে** আমার কথা হয়নি।
৩১।	হেতু	ঃ	কি **হেতু** আগমন? কি **হেতু** সরোষ প্রভু?
৩২।	হতে	ঃ	দূর **হতে** কি শুনিস গর্জন?

অনুশীলনী

১। অনুসর্গ কাকে বলে ? পাঁচটি অনুসর্গের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

২। অনুসর্গ কি ? কারক বিভক্তির সঙ্গে অনুসর্গের পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৩। উদাহরণসহ বিভক্তি ও অনুসর্গের পার্থক্য নির্দেশ কর।

৪। একাধিক উদাহরণ সহযোগে বাংলা ভাষায় অনুসর্গের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৫। 'অনুসর্গগুলো বিভক্তির কাজ চালায়।'—এ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৬। পাঁচটি অনুসর্গ দিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৭। সংজ্ঞা লেখ ঃ অনুসর্গ, কর্মপ্রবচনীয়, পরসর্গ।